বাবিল মনোভাব

আদিপুস্তক ১১.১-৯পদ

৪ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে তারা বলল, এসো আমরা নিজেদের জন্য এক নগর ও গগনস্পর্শী এক উচ্চগৃহ নির্মাণ করে নিজেদের নাম বিখ্যাত করি, পাছে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন হই।"*** কিন্তু ৯ পদ বলে, *" . . . সেই স্থানে সদাপ্রভু সমস্ত পৃথিবীর ভাষাভেদ জন্মাইয়াছিলেন, এবং সেখান থেকে সদাপ্রভু তাদের সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন।"* অর্থাৎ, এই সমস্ত লোকেরা যে বিষয় এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, ঈশ্বর তাদের উপর ঠিক সেই বিষয়-ই এনেছিলেন। এইভাবেই সাধারণত ঈশ্বর মানুষের গর্ব ও মূর্খতার বিচার করে থাকেন।

আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে দেখতে পাই, বাবিল নগর কীভাবে গড়ে উঠেছিল এবং এর নামের প্রকৃত অর্থ কী? বাবিলের অধিবাসীরা যদিও এই নগরের নামের অর্থ (বাবিলি) "ঈশ্বরের প্রবেশ-দ্বার" বলে থাকে; কিন্তু বাইবেল এই নগরের নামের অর্থ (বাবিল) "দ্বন্দ্ব বা বিভক্ত" বলে। কারণ, ঈশ্বর এখানে ভাষাভেদের দ্বারা মানুষদের বিভক্ত করেছিলেন।

কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর মানুষ আমাদের কাছে, এই ঘটনা কী অর্থ বহন করে? এই ঘটনা অধুনিক জগতের প্রতিচ্ছবি মাত্র। বর্তমান জগতে আমরা যাকে "শক্তি বা ক্ষমতার লড়াই" *(Power Game)* বলে থাকি, এই ঘটনা তা খুব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে, জলপ্লাবনের পর, মানুষ যখন পৃথিবীর সর্বত্র বসবাস করতে শুরু করল (১০ অধ্যায়), তাদের মধ্যে এক দল শিনিয়র দেশের সমস্থলিতে বসবাস শুরু করল। ১০ অধ্যায়ের সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে, আমরা উপলব্ধি করি যে, এরা ছিল হামের বংশধর। কারণ, ১০.১০ পদে হামের বংশধর নিম্রোদের কথা বলতে গিয়ে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"শিনিয়র দেশে বাবিল (বর্তনামে যা মেসোপটেমিয়া বলে পরিচিত), . . . এই সকল স্থান তাঁর রাজ্যের প্রথম অংশ ছিল।"*** এর মানে, হামের বংশধরদের এক অংশ টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর উপতক্যার সমতলভূমিতে বসবাস শুরু করে। আমরা জানি, হামের বংশধররা শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষ ছিল। তার প্রমাণ তারা এই স্থানেও রাখল। পরিবেশের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি খাপ খাইয়ে নিয়ে তারা মাটি দিয়ে ইঁট তৈরী করতে শুরু করল। সেগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করার পদ্ধতিও তারা অবিষ্কার করল। আবার, তাদের কাছে যদিও সিমেন্ট ছিল না, কিন্তু তারা মেটিয়া তেল আবিষ্কার করল, যার দ্বারা ইঁটের উপর ইঁট লাগিয়ে বাড়ী বা অট্টালিকা নির্মাণ সম্ভব ছিল। তাই, তারা নিজেদের জন্য এক নগর এবং সেই নগরের মধ্যস্থানে আকাশ-ছোঁয়া একটি স্তম্ভ নির্মাণ করার পরিকল্পনা করল। এই স্তম্ভ নির্মাণের দ্বারা তারা জগতের কাছে যে কথা বলতে চেয়েছিল, তা হল, "আমরা এক শক্তিশালী জাতি, আমাদের যেন কেউ তুচ্ছ না করে।" অর্থাৎ, এর দ্বারা তারা সমগ্র পৃথিবীতে নিজেদের নাম বিখ্যাত করতে চেয়েছিল।

বর্তমান পৃথিবীর মানুষও তাদের অনুসরণ করে চলেছে। বাবিলের স্তম্ভ আমাদের কাছে কয়েকটি সত্য প্রকাশ করে, যা আমাদের উপলব্ধি করা খুবই প্রয়োজন। পৃথিবীর একদিকে পতিত মানুষের গর্ব, এবং অন্যদিকে ঈশ্বরের সার্বভৌম পরিকল্পনা কাজ করে চলেছে।

১। মানুষের গর্বের কাজ – মানুষ আমরা কেন গর্ব করি? আমরা শক্তির জন্যই গর্ব করি। সেইন্ট আগাষ্টিন বলেছেন, "গর্বই হল প্রথম পাপ।" হবা ঈশ্বরের সমান হবার ও ঈশ্বরের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার লক্ষ্যে শয়তান দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়েছিল। কারণ শয়তান নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের মাধ্যমে তাঁকে ঈশ্বরের সমান শক্তিলাভের প্রলোভন দেখিয়েছিল। আমাদের মধ্যে সুপ্ত গর্বই এইভাবে ক্ষমতা লাভের আকাঙ্খাকে জন্ম দেয় ও অন্যের অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আগ্রহী করে। পাপে পতিত মানুষ এইভাবে সর্বদা ক্ষমতা/শক্তির জন্য লড়াই করে চলেছে।

কিন্তু এইভাবে ক্ষমতা/শক্তির জন্য লড়াই করতে গিয়ে আমরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ভুলে যাই এবং অপরাধের পথ বেছে নিতে বাধ্য হই। তাই, দৌড়বীররা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার জন্য নিষিদ্ধ ড্রাগ গ্রহণ করে থাকে; রাজনৈতিক নেতারা ভোটে জয়লাভ করার জন্য অন্যায় পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে। কেবল তাই নয়, ইতিহাস আমাদের কাছে সাক্ষ্য রেখেছে, মানুষ যখন ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নিজের ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছে, তখনই মনুষ্য-জগতের উপর বিরাট বিপর্যয় নেমে এসেছে। হিটলারের দ্বারা প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল;এবং স্তালিনের ৫০ বৎসরের আধিপত্যেও প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হয়েছিল।

অশান্ত মন – আমরা যত বেশি ক্ষমতা বা শক্তির অধিকারী হই, তত বেশি আমরা তা হারাবার ভয়ে ভীত হই। এবং এই ক্ষমতা হারাবার ভয় আমাদের আরও বেশি ক্ষমতালাভে আকাঙ্খী করে, যেন তা রক্ষা করা সম্ভব হয়। বাবিলের স্তম্ভ নির্মাণের পিছনেও এই একই সত্য প্রযোজ্য। যদিও তারা যথেষ্ট ক্ষমতা লাভ করেছিল, তবুও তাদের মধ্যে তা হারাবার ভয় ছিল --***"পাছে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন হই।"*** ছিন্নভিন্ন করতে কেউ তাদের ভয় দেখায়নি; তারাই কেবল সেই স্থানে বসবাস করত। তবুও, তারা মনে মনে ক্ষমতা হারাবার ভয়ে ভীত হয়েছিল। তাই, তা রক্ষা করতে তারা আরও ক্ষমতা/শক্তি লাভ করতে আকাশছোঁয়া স্তম্ভ নির্মাণে ব্রতী হয়েছিল।

অবাস্তব পরিকল্পনা – যখন আমরা ক্ষমতা বা শক্তি লাভ করি, তখন আমরা আমাদের বাস্তবকে উপেক্ষা করি। বাবিলের লোকেরা আকাশ-ছোঁয়া স্তম্ভ নির্মাণে ব্রতী হয়েছে। তাদের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কি সম্ভব ছিল? আমরা দেখেছি, তারা ইঁট ও মেটিয়া তেল আবিষ্কার করেছিল;কিন্তু আকাশছোঁয়া স্তম্ভ নির্মাণে তা কখনও যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু তাদের গর্ব বাস্তবকে উপেক্ষা করতে বাধ্য করেছে। কারণ, গর্ব তাদের বলেছিল যে, 'তাদের অসাধ্য কিছুই নেই।' নিজেদের সম্বন্ধে তাদের এই ভ্রান্ত চিন্তা/ধারণাকে ব্যঙ্গ করেই ৬ পদে ঈশ্বর এমন কথা বলেছেন, ***"এর পর যা কিছু করতে সঙ্কল্প করবে, তা থেকে নিবৃত্ত হবে না।"***

২। ঈশ্বরের সার্বভৌম পরিকল্পনা – কিন্তু পৃথিবীর জন্য ঈশ্বরের সার্বভৌম পরিকল্পনা আছে। এই পৃথিবীর কোন আকস্মিক পরিণতি ঘটতে পারে না। কারণ ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌম পরিকল্পনা পূর্ণ করে চলেছেন। ঈশ্বর তাঁর অনন্ত পরিকল্পনায় যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা পাপীদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন এবং তার দ্বারা মণ্ডলীকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। এই কাজ যতদিন না শেষ হয়, পৃথিবীর শেষ দিন আসতে পারবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার মানুষ নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা পৃথিবীকে ধবংসের পথে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের মনোনীতদের পূর্ণ সংখ্যা এখনও সংগৃহীত না হওয়ায় পৃথিবী ধবংস করার মানুষের বিভিন্ন চক্রান্তকে ঈশ্বর প্রতিহত করেছেন। বাবিলের স্তম্ভ নির্মাণকেও ঈশ্বর ভাষাভেদের দ্বারা প্রতিহত করেন। ভাষাভেদের ফলস্বরূপ তারা একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয় এবং স্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা ত্যাগ করে। ঈশ্বর তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন, এই স্তম্ভ নির্মাণের দ্বারা তারা পৃথিবীকে ধবংস করতে চলেছে। তাই, তিনি তাদের কাজকে বাধা দিয়ে তাদের গর্বের বিচার করলেন। খ্রীস্টের প্রথম আগমনের জন্য ঈশ্বর পৃথিবীকে ধবংসের হাত থেকে সেই সময় রক্ষা করেছিলেন। ঠিক একইভাবে, খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের জন্য এখন তিনি পৃথিবীকে রক্ষা করে চলেছেন। আমাদের পৃথিবী পরিবেশ দূষণ, দুর্ভিক্ষ, পারমাণবিক বোমা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হলেও, খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের দিন পর্যন্ত ঈশ্বর এই পৃথিবীকে রক্ষা করবেন।

বাবিলের ঘটনা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, তা আমাদের একটি প্রশ্নের সম্মুখীন করে -- আমরা কি বাবিল মনোভাবের অধিকারী? বাবিল মনোভাব হল গর্ব ও ক্ষমতালিপ্সা। আমরা প্রত্যেকেই অন্যের অধীনতাকে ঘৃণা করি, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে আগ্রহী এবং স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে অন্যদের উপর বলপ্রয়োগ করে থাকি; আরও ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করি। তাই, বাবিলের লোকেরা কেবল স্তম্ভ নির্মাণ করেনি, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের

হৃদয়ে বাবিল-স্তম্ভ গড়ে চলেছি। তাই, আমাদের আন্তরিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই! কারণ, তিনি যীশু খ্রীস্টের ক্রুশের দ্বারা কেবল আমাদের পাপের ক্ষমা নয়, কিন্তু আমাদের গর্ব থেকে মুক্ত হয়ে বাধ্যতা, ভালোবাসা ও নম্রতায় জীবন-যাপনে আশীর্বাদ করেন। আমরা কি আমাদের বাবিল মনোভাবের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছি ও পরিবর্তিত হবার আকাঙ্খার কথা তাঁকে বলেছি?

বাবিল মনোভাবকে যদি আমরা প্রশ্রয় দিই, তাহলে আমরাও ছিন্নভিন্ন হতে, তথা একাকীত্ব অনুভব করতে বাধ্য হব (৮, ৯ পদ)। কিন্তু যখন আমরা যীশুকে আমাদের একমাত্র প্রভু ও পরিত্রাতা বলে বিশ্বাস ও গ্রহণ করি, তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকবার অঙ্গীকার করেন। তাই, যীশুতে বিশ্বাসের মুহূর্ত থেকে আমরা আর একা নই, তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন (মথি ২৮.১৯), এবং সমস্ত সঙ্ক টে তিনি আমাদের সাহায্য করেন (গীত ২৩.৪)।

বাবিলের ঘটনায় ভাষাভেদের দ্বারা লোকেরা একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছিল। ঈশ্বরই তাদের সমগ্র পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন করেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার বিপরীত ঘটেছিল নতুন নিয়মে পঞ্চাশত্তমীর দিন, যেদিন পবিত্র আত্মার অবতরণের দ্বারা শিষ্যরা বিভিন্ন পরজাতীয় ভাষায় কথা বলা শুরু করেছিল। নতুন নিয়মের এই ঘটনার দ্বারা ঈশ্বর সমগ্র পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচারের দ্বারা যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে সর্বজনীন মণ্ডলীকে একত্রিত করেছেন। অর্থাৎ, বাবিলের ঘটনার দ্বারা যে লোকেরা পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল; পঞ্চাশত্তমীর দিনের ঘটনার দ্বারা ঈশ্বর তাদের খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা মণ্ডলীর মাধ্যমে একত্রিত করেছেন। এইভাবে, একত্রিত হবার দ্বারা প্রথম মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের জীবনযাত্রা বাবিল মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত আকারে পরিবর্তিত হয়--***"যাহারা বিশ্বাস করল, তারা সকলে একসঙ্গে সমস্তই সাধারণে রাখিত; এবং স্থাবর অস্তাবর সম্পত্তি বিক্রি করে, যার যেমন প্রয়োজন, সেই অনুসারে সকলকে অংশ করে দিত। তারা প্রতিদিন একচিত্তে ধর্মধামে নিবিষ্ট থেকে এবং বাড়ীতে রুটি ভেঙ্গে উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করত; তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করত, এবং সমস্ত লোকের প্রীতির পাত্র হল। যারা পরিত্রাণ পাচ্ছিল, প্রভু দিন দিন তাদেরকে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত করতেন।***" এর ফলস্বরূপ, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের দেখে কী বলেছিল, তা আমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারি -- "দেখ! খ্রীস্ট বিশ্বাসীরা কেমন একে অন্যকে ভালোবাসে!" আজ পৃথিবীর প্রতিটি মণ্ডলীতে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন।

বিশ্বাসী আমরা জগতের মানুষের জীবনধারাকে অনুসরণ করব না। জগতের মানুষ উদ্ধত, ক্ষমতালিপ্সু, বলপ্রয়োগের দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনকারী ও ক্ষমতার জন্য লড়াই করে। এ হল বাবিল মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। আসুন, বিশ্বাসী আমরা আমাদের জীবন থেকে এই বাবিল মনোভাব ত্যাগ করি। পরিবর্তে, বিশ্বাস, ভালোবাসা, প্রত্যাশা ও সাহায্যের সহভাগিতার জীবন যাপন করি!